সমকাল

তারিখ ... 26 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা কলেজের গৌরব ফিরে পেতে চান ছাত্র-শিক্ষকরা

■ সাব্বির নেওয়াজ

ঠিকমতো ক্লাস হয় না, শিক্ষার মান ক্রমেই কমছে– কয়েক বছর আগেও ঢাকা কলেজ সম্পর্কে এ মন্তব্য করা হলে অপপ্রচার মনে হতো। অথচ এখন এটিই নির্মম বাস্তবতা। একসময়ের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই এখানে, রয়েছে শ্রেণিকক্ষের সংকট। কলেজের বিভাগীয় সেমিনারগুলোর যন্ত্রপাতি ও উপকরণ কেনাকাটায় স্বচ্ছতা নেই, ছাত্রাবাসগুলোতে বাস করছে অনেক বহিরাগত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সহযোগী ছাত্র সংগঠনের একশ্রেণির নেতাকর্মীর সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও বেপরোয়া চাঁদাবাজি। ক্যাম্পাসে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং এর আশপাশের মার্কেট ও দোকানগুলো থেকে তোলা মোটা অঙ্কের চাঁদার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই বারবার সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে এ সংগঠনটি। তবে ছাত্র-শিক্ষকরা চান কলেজের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে, চান হারানো গৌরব ফিরে পেতে। এ ব্যাপারে তারা আশাবাদী।

শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের সংকট : ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কলেজ একসময় দেশসেরা কলেজের সম্মান অর্জন করেছিল। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

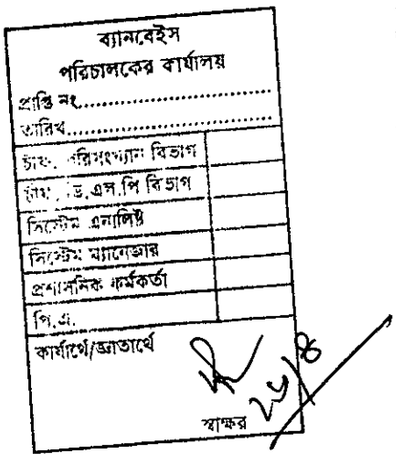
ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এস.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর

ঢাকা কলেজের গৌরব

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

মিলিয়ে কলেজটির ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। অথচ কলেজটিতে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ২০০-র মতো। তীব্র শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি এখানে নয়টি গ্যালারিসহ মোট শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র ৪২টি, যেগুলোর বেশ কয়েকটি আকারে ছোট। এসব ছোট কক্ষে সর্বোচ্চ ৮০ জন বসতে পারেন। অনেক শ্রেণিকক্ষে রয়েছে বেঞ্চসংকট। কলেজের অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষক জানালেন, ছাত্র অনুপাতে এখানে শ্রেণিকক্ষ থাকা প্রয়োজন বর্তমানের দ্বিগুণ।

ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা ক্যাম্পাসজুড়ে লাগিয়ে দিয়েছেন প্রাইভেট পড়ানোর ঠিকানা ও ফোন নম্বরসংবলিত ছোট ছোট সাইনবোর্ড। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলাম অলক বলেন, তার বিভাগের চার শিক্ষকই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেন প্রাইভেট পড়ানোর পেছনে।

কলেজের একাধিক সূত্র জানায়, শিক্ষক সংকটের কারণে উচ্চমাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত ক্লাস নিতে শিক্ষকদের হিমশিম খেতে হয়। শিক্ষকদের অনেকেই দক্ষ নন, দুর্বল। কারণ এ কলেজে তাদের একটি বড় অংশ বদলি হয়ে আসে 'তদবির' ও 'রাজনৈতিক বিবেচনায়'। কয়েকজন শিক্ষক এ প্রতিবেদকের কাছে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আলাদা শিক্ষক রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। কলেজে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম।

শিক্ষক ও ক্লাসরুমের সংকটের কথা স্বীকার করে অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লা সমকালকে বলেন, 'আমরা এসব বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে জানিয়েছি। নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আশা করি এরপর সংকট থাকবে না।' তিনি বলেন, 'ঐতিহ্যবাহী এ কলেজের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।'

দুর্নীতি-অনিয়ম : কলেজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কেনাকাটায় দুর্নীতি-অনিয়ম চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। বেশি দামে কেনা হচ্ছে নিম্নমানের শিক্ষাসামগ্রী। ঢাকা কলেজে সবচেয়ে বড় অনিয়ম হয় ভর্তি নিয়ে। যেমন, একাদশ শ্রেণির অনলাইন ভর্তিতে সময় পেরিয়ে গেলেও চলতি বছর প্রায় তিন মাস ধরে নগদ টাকার বিনিময়ে আরও ছাত্রকে ভর্তি করা হয়। আবেদনের সময় চলে গেলেও শিক্ষা বোর্ডের অ্যাডমিশন সার্ভার ওপেন করে নির্দিষ্ট কয়েক ছাত্রকে একটি বিশেষ সময়ে আবেদন করতে বলা হয়। এভাবে তারা ভর্তির সুযোগ পেয়ে যান। এ ছাড়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের (টিসি) মাধ্যমে ভর্তি নিয়েও চলে নয়-ছয়। অনার্সে রিলিজ স্লিপে ভর্তির সময় মূল বাণিজ্য করেন কলেজের ছাত্রনেতারা। এতে তাদের সহায়তা করে অধ্যক্ষের কার্যালয়। এর সঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তাও জড়িত রয়েছেন।

সম্প্রতি অনিয়ম ঘটেছে কলেজের বিজ্ঞানাগারের সরঞ্জাম ক্রয়ে। এ নিয়ে রসায়ন বিভাগের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যানকে ছাত্রদের দিয়ে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও ঘটেছে। বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানান, কলেজে নতুন ১০ তলা ভবন নির্মাণে নিম্নমানের রড- সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিভাগের বিভিন্ন জিনিসপত্র– যেমন মোবাইল ফোন, টেলিফোন সেট, মাইক্রোফোন ইত্যাদি কিনে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেমিনারের টাকা থেকে সমন্বয় করতে বলা হয়েছে। এতে শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সম্মানীর টাকা বণ্টন নিয়েও শিক্ষকদের অসন্তুষ্টি রয়েছে। গত বছর প্রায় ২০০ শিক্ষক একত্র হয়ে সম্মানী বণ্টনে অনিয়মের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন। বর্তমান অধ্যক্ষ তখন উপাধ্যক্ষ পদে ছিলেন। বর্তমানে উপাধ্যক্ষ পদটি শূন্য রয়েছে।

সংঘাতের কারণ ছাত্রলীগ : সংশ্লিষ্টরা জানান, ১৯৯০-এর পর থেকে কলেজে ছাত্ররাজনীতিতে সংঘাত-সংঘর্ষ, ভর্তিতে হস্তক্ষেপ, তদবির করে শিক্ষক বদলির সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন নেতিবাচক উপাদান দেখা দিয়েছে। কলেজের শিক্ষার মানও খারাপ হতে শুরু করে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রাবাসগুলোর ওপর দখলদারিত্ব আরোপ করে ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। কয়েকজন ছাত্র জানালেন, এখানে ছাত্রাবাসে আসন পেতে হলে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের মাধ্যমে উঠতে হয়।

ঢাকা কলেজকে ঘিরে সংগঠনের নাম ব্যবহার করে নানা অপরাধকর্ম পরিচালনা করছেন কোনো কোনো ছাত্রনেতা। এভাবে এখানে প্রায় অর্ধশত উপদল গড়ে উঠেছে। এসব দল-উপদল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি ও অস্ত্রবাজিতে জড়িত। একটি সূত্র মতে, ছাত্রলীগের উঠতি সন্ত্রাসীদের কাছে কলেজের সাতটি ছাত্রাবাসসহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও সাড়ে চারশ'র বেশি দেশীয় ধারাল অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনসহ সব পক্ষ সুবিধা পাওয়ায় কেউই তাদের ঘাঁটায় না। ছাত্র-ব্যবসায়ী সংঘর্ষসহ নানা ঘটনায় ঢাকা কলেজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোনো ক্ষেত্রেই দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কলেজ প্রশাসন বলছে, ছাত্রদের অপরাধের কোনো প্রমাণ খুঁজে পায়নি তদন্ত কমিটি। অভিযোগ রয়েছে, ঢাকা কলেজ এলাকা ও আশপাশের ফুটপাত থেকে প্রতি মাসে প্রায় ১৫ লাখ টাকা চাঁদা তোলা হয়। সরকারি দলের সহযোগী সংগঠনের কর্মী হিসেবে পরিচয়দানকারী রফিক, বাচ্চু, ইবু, সাত্তার ও সাহাদাত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এ চাঁদা তোলেন। চাঁদা তোলা হয় স্থানীয় মার্কেটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও। তবে ব্যবসায়ীরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি।

ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতা সমকালকে বলেন, '১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা ওঠে ঠিকই; কিন্তু ছাত্রনেতাদের ভাগে তা আসে না বললেই চলে। হয়তো ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা কোনো কোনো নেতাকে দেওয়া হয়। ভাগ সবাই পায়, দোষ হয় ছাত্রনেতাদের।' কলেজটির আরেক সাবেক ছাত্রনেতা বলেন, 'ঢাকা কলেজের ছাত্র রাজনীতির বৈশিষ্ট্যই হলো অস্ত্রনির্ভরতা। যার কাছে যত অস্ত্র, সে তত বেশি ক্ষমতাধর।' তিনি বলেন, 'এ কলেজের ছাত্রাবাসগুলো অস্ত্রাগার হিসেবে পরিচিত। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার ক্যাডারদের অস্ত্র এখানে নিরাপদে রাখা যায়।'

সর্বশেষ গত ২০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। এ ঘটনায় সংগঠনটির কলেজ শাখার আহ্বায়ক নূরে আলম ভূঁইয়া রাজুসহ ৩২ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ বিষয়ে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জোহা সমকালকে বলেন, 'বিচ্ছিন্নভাবে জুনিয়র কর্মীদের কেউ কোথাও চাঁদাবাজি করলেও করতে পারে। তবে ছাত্রলীগ কলেজ কমিটির কোনো নেতা চাঁদাবাজি করেন না।' তিনি বলেন, '২০ জানুয়ারির ঘটনায় কলেজ শাখার আহ্বায়ক নূরে আলম ভূঁইয়াসহ ১৯ নেতাকর্মীকে কেন্দ্রীয় কমিটি বহিষ্কার করেছে। এখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কলেজ ক্যাম্পাস চলছে।'